দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ: 18 JAN 2010
পৃষ্ঠা: ১০ কলাম: ৪

ডাকসুসহ সকল কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্বাচিত ছাত্র সংসদ থাকা বাঞ্ছনীয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তার কথা বারবার বলা হইলেও এখন পর্যন্ত কার্যকর কোনো উদ্যোগ দেখা যাইতেছে না। পক্ষান্তরে দেশের শীর্ষস্থানীয় কলেজসমূহে প্রবল হইয়া উঠিয়াছে ছাত্র সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবি। গত শুক্রবার দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত এক রিপোর্ট হইতে জানা যায়, ঢাকার তিতুমীর কলেজে ইতিমধ্যে একটি নির্বাচন কমিশন গঠন করা হইয়াছে। বরিশাল বিএম কলেজে ছাত্র সংসদ নির্বাচনের অনুকূল পরিবেশ তৈয়ারির চেষ্টা করা হইতেছে। ময়মনসিংহের আনন্দ মোহন কলেজেও ছাত্র সংসদ নির্বাচন দিবার কথা ভাবা হইতেছে। ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষের বক্তব্য, অন্যান্য কলেজে ছাত্র সংসদ নির্বাচন দেওয়া হইলে এই কলেজেও ইলেকশন হইবে। পক্ষান্তরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ছাত্র সংসদ নির্বাচন দেওয়ার দাবি করিয়া আসিতেছেন। এই প্রশ্নে প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষেরও অবস্থান বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ইতিবাচক। তবে সকলের দৃষ্টি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে। ডাকসু নির্বাচনের কার্যকর উদ্যোগ না নেওয়া পর্যন্ত অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কাটাইয়া উঠিতে পারিতেছেন না। শান্তিপূর্ণভাবে ইলেকশন সম্পন্ন করা যাইবে কি না, এই নিয়া রহিয়াছে সন্দেহ-সংশয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ছাত্র সংগঠনগুলির মধ্যকার বিরোধ-সংঘাতের বহিঃপ্রকাশ দেখিয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্তৃপক্ষ নির্বাচন দেওয়ার প্রশ্নে দ্বিধান্বিত। এই ভয়, এই দ্বিধা অমূলক নহে।

তাহারপরও আমরা বলিব, শিক্ষার্থীদের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের অনুশীলনের পথ প্রশস্ত করিবার জন্যই কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্বাচিত ছাত্র সংসদ থাকা উচিত। এই ক্ষেত্রে অন্য সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ ডাকসুর পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে চাহিবে, এই স্বাভাবিক। উনিশ বৎসর চলিয়া গিয়াছে ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভবপর হয় নাই। ডাকসুর সর্বশেষ ইলেকশন হয় ১৯৯০ সালের ৬ জুন। পরবর্তীতে ছাত্র সংগঠনগুলির মধ্যেকার বিভেদ-সংঘাতের কারণে আর নির্বাচন হয় নাই। অভিযোগ রহিয়াছে, সাধারণ ছাত্রদের ম্যান্ডেট নিয়া নির্বাচিত হইতে পারিবে কিনা—এই ভয়ে বড় সংগঠনগুলি প্রায়শ অবতীর্ণ হইয়া থাকে ইলেকশনবিমুখ ভূমিকায়। অনুরূপ কারণে দেশের নামকরা কলেজসমূহেও ছাত্র সংসদ নির্বাচন হইতে পারে না। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদের নির্বাচন হয় না—সেও প্রায় কুড়ি বৎসর। অন্যান্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরাও ভুলিতে বসিয়াছেন নির্বাচন ও ছাত্র সংসদের কথা। কলেজসমূহেও ছাত্রদের নির্বাচন নাই বহু বৎসর। গত দুই দশকের মধ্যে যে সব ছেলেমেয়ে মাধ্যমিক পর্যায় উত্তীর্ণ হইয়া কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ সম্পন্ন করিয়াছেন, নির্বাচিত ছাত্র সংসদ সম্পর্কে তাহাদের তেমন কোনো ধারণা নাই। ছাত্র সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ কিংবা ভোট দিবার সুযোগ তাহাদের হয় নাই। ছাত্রছাত্রীরা ভুলিতে বসিয়াছে যে, শিক্ষাঙ্গন পরিচালনায় তাহাদেরও কিছু ভূমিকা থাকিতে পারে।

অন্যদিকে নির্বাচিত ছাত্র সংসদ না থাকায়, বিশ্ববিদ্যালয়, হল ও কলেজসমূহে ছাত্র রাজনীতির নামে বিগত বৎসরগুলিতে বারংবার সৃষ্টি হইয়াছে অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি। নির্বাচিত ছাত্র নেতৃত্বের অনুপস্থিতিতে চর্চা হইয়া থাকে পেশীশক্তির। প্রতিযোগিতা হয় সিট দখল, হল দখল এবং ক্যাম্পাসে প্রভাব সৃষ্টির। সাধারণ শিক্ষার্থীদের নিকট নিজেদের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করিবার কোনো প্রয়োজনীয়তাই ছাত্র নেতারা অনুভব করেন না। ফলে তাহারা সুনাম-বদনামের পরোয়া না করিয়া ব্যস্ত থাকেন পেশীশক্তি কিংবা ক্ষমতার দাপট দেখাইয়া স্বার্থহাসিলের প্রতিযোগিতায়। এই পরিস্থিতিতে ছাত্র রাজনীতি সম্পর্কে সুশীল মেধাবী শিক্ষার্থীদের মনে সৃষ্টি হয় বিরূপ ধারণা। অথচ ছাত্র রাজনীতি এমন কোনো বিষয় নয় যাহা মেধা ও মননের সাথে সাংঘর্ষিক। বরং দেশের শিক্ষিত সচেতন নাগরিক হিসাবে সীমিত রাজনৈতিক চর্চার মধ্য দিয়া ছাত্ররা শিক্ষা অর্জন করিতে পারে রাজনৈতিক নীতি-দর্শনের। এর মধ্যদিয়া তরুণদের মধ্যে বিকাশ লাভ করিতে পারে নেতৃত্বের গুণাবলী। বিকশিত হইতে পারে ব্যক্তিত্ব। অবশ্য, সেই ছাত্র রাজনীতি হইতে হইবে অবশ্যই জ্ঞান ও আদর্শনির্ভর। এইখানটাতেই আসিয়া যায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নির্বাচিত ছাত্র সংসদ থাকিবার প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি।

ছাত্র সংসদসমূহ নির্বাচিত শিক্ষার্থী প্রতিনিধি সমন্বয়ে গঠিত হইলেও, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানই হইয়া থাকেন উহার সভাপতি। ছাত্র সংসদের বিবিধ কার্যক্রম পরিচালনায় শিক্ষকগণের দিক-নির্দেশনা দিবার সুযোগ থাকে। গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে ছাত্র সংসদগুলি গণতান্ত্রিক এবং সৃজনশীল কর্মকাণ্ডের পাঠশালা হিসাবে কাজ করিয়া থাকে। বৎসর বৎসর ছাত্রসংসদ নির্বাচন হইলে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র রাজনীতিও আবর্তিত হইয়া থাকে উহাকে কেন্দ্র করিয়া। সাধারণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে নিজেদের ভাল ভাবমূর্তি গড়িয়া তুলিতে ছাত্র নেতারা সচেষ্ট থাকেন। ক্ষমতার দাপট ও পেশীশক্তি প্রদর্শনের প্রতিযোগিতা তখন গৌণ হইয়া যায়। কাজেই শিক্ষাঙ্গনে পরিবেশ উন্নয়ন এবং ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে গণতান্ত্রিক নীতি-আদর্শের চর্চা বাড়াইতে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে প্রতি বৎসরই ছাত্র সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত। বাহিরের কোনোরূপ হস্তক্ষেপ ছাড়া শান্তিপূর্ণভাবে বৎসর বৎসর ছাত্র সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান করা সম্ভব হইলে ছাত্র রাজনীতিরও গুণগত পরিবর্তন যে আসিয়া যাইবে, তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই। এই ক্ষেত্রে বোধগম্য কারণেই ডাকসু নির্বাচনটাই হওয়া উচিত সবার আগে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শান্তিপূর্ণ নির্বাচন হইয়া গেলে অন্যান্য কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়েও ছাত্র সংসদ নির্বাচন করা সহজ হইয়া যাইবে। বিষয়টির প্রতি আমরা সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষের আশু দৃষ্টি আকর্ষণ করি।